কুষ্টিয়ার মিরপুরে পুলিশের গুলিতে এক ব্যক্তি নিহত

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

১৮ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ বিকালে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানার উসলামপুর ক্যাম্পের পুলিশ আলমডাঙ্গা থেকে আব্বাস (৪০)কে আটক করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের মাধ্যমে জানা যায়। ওই দিন রাতে কুষ্টিয়ার মিরপুর থানার পুলিশ আব্বাসকে গুলি করে হত্যা করে বলে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ আব্বাসকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে কিছু জানে না বলে জানায়। অন্যদিকে, মিরপুর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পুলিশ ও দুস্কৃতকারীদের মধ্যে গুলিবিনিময়ের সময় দুস্কৃতকারীদলের সদস্য আব্বাস ক্রসফায়ারে নিহত হন।

মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* সরেজমিনে ঘটনাটির তথ্যানুসন্ধান করে।

তথ্যানুসন্ধানকালে *অধিকার*

- নিহতের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন
- গ্রেপ্তারের প্রত্যক্ষদর্শী
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থা
- আব্বাসের লাশের ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার ও ময়নাতদন্তের কাজে সংশ্লিষ্ট অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে।

<u>মনোয়ারা (৩২), নিহত আব্বাসের স্ত্রী</u>

মনোয়ারা *অধিকার*কে জানান, বেশ কয়েক মাস ধরে তাঁরা ঢাকায় বসবাস করে আসছেন । তিনি বলেন, ১৭ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টার মধ্যে চুয়াডাঙ্গা থেকে বাদল[১] নামে তাঁর স্বামীর পরিচিত এক ব্যক্তি কয়েকবার তাঁর স্বামীকে মোবাইলে ফোন করেন। তিনি বলেন, ফোনে বাদল আব্বাসকে কুষ্টিয়ায় যেতে বলেন। তিনি আরো বলেন, বাদল কেন তাঁকে কুষ্টিয়ায় যেতে বলেছিলেন, তা জানতে চাইলে তাঁর স্বামী তাঁকে বলেছিলেন, কিছু বিষয় নিয়ে তাঁরা কথা বলবেন। মনোয়ারা বলেন, ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে

[১] ত্যানুসন্ধানকালে বাদলকে পাওয়া না যাওয়ায় তাঁর বক্তব্য জানা সম্ভব হয় নি।

আব্বাস কুষ্টিয়ায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হন। ১৮ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ সকাল ৯.০০ টার দিকে আব্বাস তাঁকে ফোনে জানান, তিনি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় আছেন এবং রাতেই ঢাকায় ফিরে আসবেন। বিকাল ৪.৩০টার দিকে বাদল তাঁকে ফোনে জানান, আলমডাঙ্গা থানার উসলামপুর পুলিশ ক্যাম্পের এস আই শামসুল ইসলাম আব্বাসকে আটক করেছেন। রাত ১১.৩০টার দিকে কুষ্টিয়ার মিরপুর থেকে বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজন ফোন করে তাঁকে কুষ্টিয়ায় যেতে বলেন। কুষ্টিয়ায় গিয়ে তিনি তাঁর স্বামীর মৃত্যুর খবর পান। পুলিশ তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছে বলে মনোয়ারা অভিযোগ করেন এবং এ ঘটনার বিচার দাবী করেন।

শামছের আলী (৪২), প্রত্যক্ষদর্শী, আঠারোখাদা, আলমডাঙ্গা

শামছের আলী *অধিকার*কে জানান, ১৮ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ ভোরে আব্বাস ঢাকা থেকে এসে তাঁর বাসায় ওঠেন। শামছের বলেন, বেলা ৩.৪৫টার দিকে আলমডাঙ্গা থানার উসলামপুর পুলিশ ক্যাম্পের এস আই শামসুল এবং অন্য একজন সাদা পোশাকধারী লোক এসে পুলিশের পরিচয় দিয়ে আব্বাসকে একটি মোটর সাইকেলে তুলে নিয়ে চলে যান। আব্বাসকে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁরা বলে যান, কিছু কথা বলে তাঁরা আব্বাসকে ছেড়ে দেবেন, কিন্তু তার পর থেকে আব্বাস আর তাঁর বাড়ীতে ফিরে আসেন নি। শামছের জানান, ১৯ এপ্রিল সকালে বিভিন্ন লোকের মুখে এবং স্থানীয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, আব্বাস ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন।

ফজলুর রহমান (৬০), গ্রেপ্তারের প্রত্যক্ষদশী ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, কাঠাভাঙ্গা হাইস্কুল, কাঠাভাঙ্গা, আলমডাঙ্গা

অধিকার-এর সঙ্গে আলাপকালে ফজলুর রহমান বলেন, ১৮ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে কাঠাভাঙ্গা হাইস্কুল মাঠে কমিউনিটি পুলিসিং ফোরামের এক মতবিনিময় সভা ছিল। তিনি বলেন, সভার শেষের দিকে বিকাল ৪.২০টার দিকে আলমডাঙ্গা থানার উসলামপুর পুলিশ ক্যাম্পের এস আই শামসুল দুই হাত বাঁধা অবস্থায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার সদরপুর ইউনিয়নের কাকিলাদহ গ্রামের আব্বাসকে তাঁর মোটর সাইকেলে করে এনে কাঠাভাঙ্গা হাইস্কুলের মাঠে দাঁড় করেন। তিনি বলেন, আব্বাসকে তিনি আগে থেকে চিনতেন। ফজলুর রহমান বলেন, এস আই শামসুল স্কুলের মাঠ থেকে আরো একজন পুলিশ সদস্যকে নিয়ে আব্বাসকে মোটর সাইকেলের মাঝখানে বসিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলাসদরের দিকে চলে যান। তিনি বলেন, পরদিন স্থানীয় পত্রিকার মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, ডাকাতি করার সময় আব্বাস পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছেন।

গাফফার মেম্বার (৫০), হাড়দি ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর ও গ্রেপ্তারের প্রত্যক্ষদশী, আলমডাঙ্গা

গাফফার মেম্বার *অধিকার*কে জানান, ১৮ এপ্রিল বিকালে বাড়ী ফেরার পথে কাঠাভাঙ্গা স্কুলের কাছে পৌঁছালে তিনি কাঠাভাঙ্গা স্কুলের মাঠে বহু লোকের সমাগম দেখতে পান। তিনি বলেন, সেখানে কমিউনিটি পুলিসিং ফোরামের মতবিনিময় সভার জন্য অনেক লোক জমা হয়েছিল। এ সময় তিনি দেখতে পান, স্কুলের মাঠের

একপাশে দুই হাতবাঁধা অবস্থায় একজন লোককে মোটর সাইকেলে বসিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি ফজলুর রহমানের কাছে হাতবাঁধা লোকটির পরিচয় জানতে চাইলে ফজলুর রহমান তাঁকে জানান, লোকটির নাম আব্বাস এবং তাঁর বাড়ী কুষ্টিয়ার কাকিলাদহ গ্রামে। কিছুক্ষণ পর এস আই শামসুল স্কুলের মাঠ থেকে আরো একজন পুলিশ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে আব্বাসকে মোটর সাইকেলের মাঝখানে বসিয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলাসদরের দিকে চলে যান। গাফফার বলেন, পরদিন সকালে তিনি জানতে পারেন, আব্বাস ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন।

তাহমিনা খাতুন (৪০), নিহত আব্বাসের বড়ভাবী, কাকিলাদহ, মিরপুর, কুষ্টিয়া

তাহমিনা *অধিকার*কে জানান, ১৮ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে আব্বাসের স্ত্রী মনোয়ারা তাঁকে ফোনে জানান, আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ আব্বাসকে আটক করেছে। তিনি বলেন, সংবাদটি শোনার পর তিনি বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেন, কিন্তু আব্বাসের কোন সন্ধান বের করতে পারেন নি। তাহমিনা বলেন, তিনি আলমডাঙ্গা থানায় এবং মিরপুর থানায় যোগাযোগ করলে থানা থেকে তাঁকে জানানো হয়, আব্বাস নামে কাউকে তারা আটক করে নি।

তাহমিনা বলেন, রাত আনুমানিক ১১.৩০টার দিকে তিনি হঠাৎ গুলির শব্দ শুনতে পান। তিনি বলেন, গুলির শব্দ শুনে কাকিলাদহ গোরস্থানের কাছে গিয়ে তিনি দেখতে পান, মিরপুর থানার ওসি এসএম কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে কাকিলাদহ ক্যাম্প ও মিরপুর থানার পুলিশ সদস্যরা আব্বাসের লাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আরো বলেন, পরে পুলিশ সদস্যরা আব্বাসের লাশ মিরপুর থানায় নিয়ে যায়।

ইসমাইল হোসেন (৮০), নিহত আব্বাসের বাবা, কাকিলাদহ, মিরপুর, কুষ্টিয়া

আব্বাসের বাবা *অধিকার*কে জানান, গ্রামের কিছু লোকের সঙ্গে সংঘাত এড়ানোর জন্য আব্বাস ঢাকায় বসবাস শুরু করেন, কিন্তু তবুও আব্বাস নিজেকে বাঁচাতে পারেন নি। তাঁর ছেলেকে পুলিশ হত্যা করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন এবং এ হত্যাকান্ডের বিচার দাবী করেন।

ডাক্তার মোতাহারুল ইসলাম, আব্বাসের লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্নকারী ডাক্তার, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল

অধিকার-এর সঙ্গে আলাপকালে ডাক্তার মোতাহারুল ইসলাম ময়নাতদন্ত সম্পর্কে কোন কিছু জানাতে অস্বীকার করেন।

লক্ষ্মণলাল, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে লাশকাটার কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

নাম প্রকাশ না করার শর্তে লক্ষ্মণলাল *অধিকার*কে জানান, আব্বাসের লাশের বিভিন্ন জায়গায় জখমের চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, তাঁর মাথায় একটি ও পিঠে দুটি গুলির চিহ্ন ছিল। লক্ষ্মণলাল আরো জানান, আব্বাসের হাঁটুতেও একটি ক্ষত ছিল, কিন্তু সেটি গুলিতে সৃষ্ট ক্ষত কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় নি।

তসলিম আলী (৫৫), আব্বাসের লাশের গোসল সম্পন্নকারী, মিরপুর, কুষ্টিয়া

তসলিম *অধিকার*কে জানান, আব্বাসের মৃতদেহের বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, মাথার পিছনে গুলি লাগার কারণে আব্বাসের মাথার খুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মসলিম বলেন, আব্বাসের বাম পা ও ডান হাত ভাঙ্গা ছিল।

কাজী জালাল উদ্দিন, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), আলমডাঙ্গা থানা, চুয়াডাঙ্গা

অধিকার-এর সঙ্গে আলাপকালে ওসি কাজী জালাল উদ্দিন বলেন, এস আই শামসুল ইসলাম কর্তৃক আব্বাসকে গ্রেপ্তারের বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না।

এস এম কামরুজ্জামান, ওসি, মিরপুর থানা, কুষ্টিয়া

ও সি, এস এম কামরুজ্জামান ঘটনা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে রাজী হন নি। তিনি ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনকে তাদের বক্তব্য বলে উল্লেখ করেন। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রে পুলিশের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৮ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ রাত ১১.০০টার দিকে আব্বাস তাঁর সহযোগী সন্ত্রাসীদের নিয়ে কাকিলাদহ গোরস্থানের পাশে একটি গোপন বৈঠক করছে মর্মে সংবাদ পেয়ে ওসি কামরুজ্জামানের নির্দেশে এস আই আতিয়ার তাঁর সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে অভিযান চালালে সন্ত্রাসীরা পুলিশের উপর গুলিবর্ষণ করে। এ সময় পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। সংবাদপত্রে আরো বলা হয়েছে, বন্দুকযুদ্ধকালে অন্যান্য সন্ত্রাসী পালিয়ে গেলেও এনকাউন্টারে পড়ে আব্বাস গুরুতরভাবে আহত হন এবং পুলিশ তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করে। আব্বাসের নামে মিরপুর থানায় বেশ কয়েকটি মামলা ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এস আই ইবাদ আলী, মিরপুর থানা, কুষ্টিয়া

এস আই ইবাদ আলী *অধিকার*কে জানান, ১৮ এপ্রিল ২০০৮ তারিখের ঘটনায় আব্বাসের নামে মিরপুর থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয়।

মামলা নং ১; তাং ১৯/৪/২০০৮ এবং ধারা অস্ত্র আইনের ১৯(ক), ২৬ দন্ডবিধি।

মামলা নং ২; তাং ১৯/৪/২০০৮ এবং ধারা ৩৯৯/৪০২/৩০২/৩৪ ,২৬ দন্ডবিধি।

–সমাপ্ত–